ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1995-2004
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.424

শিলচরের নর্মাল স্কুলের রামায়ণ পুথি সংগ্রহ একটি পর্যবেক্ষণ

মানচিত্র পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

What is a manuscript? Until the invention of the printing press, all works were written by hand. And these handwritten works are called manuscripts. Just as the history of writing manuscripts is very old, so is the system of preserving manuscripts. There are various manuscript collections in different parts of the country to preserve manuscripts. For example, the Normal School, a teacher training institute in Silchar, the headquarters of the Barak Valley, has a system of preserving manuscripts. Many manuscripts on the subject of nuns have been preserved in this institution at different times. The manuscripts were collected from different parts of South Assam before independence. At that time, Srihatta was part of Assam. The languages of the manuscripts were Sanskrit and Bengali. The manuscripts are on Ramayana, Mahabharata and Gita etc. There are a total of 78 manuscripts on Ramayana in this collection. The poets of the manuscripts are Krttivasa Ojha, Bhavanidasa, Adbhut Acarya, Gangadasa Sen, Dvija Durgadasa, Dvija Gangaram and Manohar Sen. But this is an unknown topic to many. This important topic will be presented in the article under discussion.

Keywords: Manuscript, Normal School, Poet, Ramayana, Repositor, Silchar.

'পাণ্ডুলিপি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Manuscript। Manuscript হল: A handwritten or typed text submitted for awaiting printing and publication অর্থাৎ হাতে লেখা যে-কোনো রচনার খসড়াকেই বলা যেতে পারে Manuscript বা পাণ্ডুলিপি। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সমস্ত রচনাই হাতে লেখা হত। আর এই হাতে লেখা রচনাই হল পুথি। পুথি শব্দটি এসেছে বিবর্তিত হয়ে সং.পুস্তিকা>প্রা.পুত্থিয়া, পুত্থিআ>বা.পুঁথি, পুথি।[১] ভারতবর্ষে পুথি লেখার ইতিহাস বহু পুরোনো। আর পুথিকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও বহু প্রাচীন। পুথিকে সংরক্ষণ করার জন্যে আছে পুথি সংগ্রহশালা। বরাক উপত্যকার সদর শহর শিলচরস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নর্মাল স্কুলে (১৯০৬) পুথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ক একাধিক পুথি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পুথিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে দক্ষিণ অসম থেকে। তখন শ্রীহট্ট অসমের অন্তর্গত ছিল। এ বিষয়ে সুরমা-বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ও পুথিবিশারদ অমলেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> "The manuscripts kept in the repository of Silchar Normal School were collected from the South Assam region in the pre-independence period when Srihatta was the part of Assam. ..."[২]

পুথিগুলি কেবলমাত্র যৌথভাবে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন:

> "বোধহয় ১৯০৮ ইং সনে গ্রীষ্মাবকাশে শিলচর গিয়াছিলাম—হিড়িম্ব (বা হেড়ম্ব) রাজগণের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় অনুসন্ধান করাই ঐ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। তখন জানিতে পারি যে নর্ম্মাল স্কুলে কতকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, ঐগুলি ইন্সপেক্টর প্রমোদ বাবুর যত্নেই নানা স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল।"[৩]

পরবর্তীকালে সংগৃহীত পুথিগুলি থেকে কিছু সংখ্যক পুথি প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

> "Silchar Normal School Teachers did some academic work on the collected manuscripts. As many as seven articles written by them were published in different magazines."[৪]

দক্ষিণ অসমে প্রাপ্ত পুথিগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃত ও বাংলা। পুথিগুলি রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা প্রভৃতি বিষয়ক। এর মধ্যে শিলচরের নর্মাল স্কুলে রামায়ণ বিষয়ক মোট ৭৮টি পুথি রয়েছে। পুথিগুলির কবি হলেন কৃত্তিবাস ওঝা, ভবানীদাস, অদ্ভুত আচার্য, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ দুর্গাদাস, দ্বিজ গঙ্গারাম ও মনোহর সেন প্রমুখ। নিম্নে রামায়ণ বিষয়ক পুথিগুলির বিশ্লেষণসহ কবিদের পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল:

কৃত্তিবাস ওঝা: বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ'-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জানা যায় যে, কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করেন। উল্লেখযোগ্য যে, কৃত্তিবাস ওঝা ছিলেন প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি। তবে তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতান্তর আছে। মনে হয় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] কৃত্তিবাসের কাব্যের আকর্ষণ কেবলমাত্র একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র বাঙালি সমাজে তাঁর কাব্যের বিপুল সমাদর ছিল। এর কারণ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "...আধুনিক যুগেও বহুপঠিত গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসি রামায়ণই সর্বপ্রধান। বাঙালির ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের প্রতিটি পর্ব এই মহাগ্রন্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাঙালির প্রাণের সঙ্গে এ কাব্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।"[৬]

আর এই কারণেই হয়ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল বরাক উপত্যকায়ও তাঁর কাব্যের প্রবল জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। তবে আমাদের মনে হয় বরাক উপত্যকায় তাঁর পুথির জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কাজ করেছে তৎকালীন বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। শিলচরের নর্মাল স্কুলে এই পর্যন্ত রামায়ণের যতগুলি পুথি সংরক্ষিত রয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাসের নামেই সবচেয়ে বেশি পুথি আছে। তাঁর নামে মোট ৩৫টি পুথি

রয়েছে। পুথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। অধিকাংশ পুথির সময়কাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ উনিশ শতক। শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত রামায়ণ বিষয়ক তৃতীয় পুথিটির নাম 'অযোধ্যা কাণ্ড'। পুথিটি শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে—

"নম গণসায়ে নম। অথ অর্জদ্যাকাণ্ড পুস্থক।..."[৭]

পুথিটিতে বেশ কয়েকটি ভণিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি ভণিতা হল—

"কবি কির্ত্তিবাসে বলে শ্রীরামের পদতলে
এক চির্ত্তে সুন সর্ব্বজন।
পুর্ণ বিদ্ধে পাপ ক্ষেয় সমনের নাহিক ভয়ে
এড়াইব ভবের বন্দন।।"[৮]

ভবানীদাস: বরাক উপত্যকায় কৃত্তিবাসের পরেই আর যাঁর নামে রামায়ণের পুথি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে তিনি হলেন ভবানীদাস। ভবানীদাসের নামে প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা ১৯টি। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড-তে ভবানীদাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য।।
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম।।
বামনদেব পিতা যশোদা জননী।
সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি।।"[৯]

এছাড়া শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত 'স্বর্গারোহণ' পুথিতে ভবানীদাস সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে—

"...গঙ্গার সমিপে বন্দু সুতগাম নাম।।
তাহাতে বসতি আছে ভবানিদাস নাম।
কতক দিবস ছিল বটহয় গ্রাম।।
জনক জাদবানন্দ জসদা জননি।
সপুত্র বান্ধবে বৈসে সর্ব্বলুকে জানি।।..."[১০]

উক্ত দু'টি উক্তিতে ভবানীদাসের মাতার নাম যশোদা থাকলেও পিতার নাম দুরকম রয়েছে— বামনদেব ও জাদবানন্দ। প্রশ্ন জাগে বামনদেব ও জাদবানন্দ কি একই ব্যক্তি, না আলাদা; না লিপিকরদের-গায়েনদের নিজস্ব সংযোজনের ফলে এই ভ্রান্তি। বিষয়টি গবেষণা সাপেক্ষ।

অদ্ভুত আচার্য: সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অদ্ভুত আচার্য। তাঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। পিতা শ্রীনিবাস আচার্য, মা মেনকা। কবিরা ছিলেন চার ভাই। ভাইদের মধ্যে কবি ছিলেন কনিষ্ঠ। তাঁর পুত্র ছিল তিনজন—জয়ানন্দ, বিজয়ানন্দ ও শিবানন্দ। অনেকে বলেন তিনি উত্তরবঙ্গের কবি ছিলেন।

তবে সুকুমার সেনের মতে জানা যায়, তাঁর বাস ছিল অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার বড়বাড়ি গ্রামে।[১১] তাঁর রচিত পুথির ভণিতায় নিত্যানন্দ নামের পরিবর্তে অদ্ভুত আচার্য নাম আছে। তাঁর এই নাম সম্পর্কে অনেকেই নিজের মতো করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন সুকুমার সেন বলেছেন—

> "...বোধ করি কবিত্বশক্তি ও সুগায়কতা গুণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য (অথবা "বড়ু" নিত্যানন্দ) "অদ্ভুত- আচার্য" নাম পাইয়াছিলেন।..."[১২]

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কবির সম্পর্কে জানিয়েছেন:

> "নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'অদ্ভুতাচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল,—ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।...তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য।..."[১৩]

রসিকচন্দ্র বসু-র সংগৃহীত পুথিতে কবির বিষয়ে জানা যায়—

"...সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম।।
মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে।
যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে।।
দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার।
অদ্ভুতনাম হইল বিদিত সংসার।।
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।।
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ।।..."[১৪]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলির থেকে জানা গেল যে, অদ্ভুত আচার্য উচ্চশিক্ষিত না হয়েও গায়েন ও অলৌকিক কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অদ্ভুত আচার্যের নামে শিলচরের নর্মাল স্কুলের পুথি সংগ্রহালয়ে রামায়ণ সম্পর্কিত ৬টি পুথি সংরক্ষিত আছে। ৬টি পুথিরই ভাষা বাংলা। ৬টি পুথির মধ্যে ২টি পুথির নাম জানা যায় না। বাকি চারটি পুথির নাম হল আদ্যকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ। পুথিগুলির মধ্যে একটি পুথির লিপিকরের নাম ও সময়ের উল্লেখ আছে—শ্রীকাশীনাথ দাস, ১২১৯ বঙ্গাব্দ (১৮১২খ্রিস্টাব্দ)। লক্ষণীয় যে, ভণিতায় কবির নামের বানানে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, অদভূত আচার্য্য, অদভূত আচার্জ্য, অদভূত আচার্য প্রভৃতি। এর থেকে বোঝা যায় যে সেকালের লিপিকরেরা পুথির বানানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। কিংবা এমনও হতে পারে তাঁদের কাছে পুথি লেখার সুনির্দিষ্ট বানানবিধির অভাব ছিল। প্রথম পুথিটির শুরুতে আছে গণেশ বন্দনা—

"নম গনেশায় নম।
অথো আর্দ্যকাণ্ড পুস্তক লিক্ষিতে।
অজোদ্ধাতে দসরথে চিন্তে মনে মন।..."[১৫]

শেষ হয়েছে—

"রাবনে বোলে ভাই সুনহ বচন।
মর কর্ম্মদুষে তোমা নিদ্রায়ে অচেতন।।..."[১৬]

ভণিতায় বলা হয়েছে—

"কুম্ভকর্ণ সয় তথা ভাই দরসন।
অদভুত আচার্জ্জের কবি মধোর রচন।।"[১৭]

গঙ্গাদাস সেন: গঙ্গাদাস সেন সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্মাপুরাণ ও মহাভারতের মতো রামায়ণের পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন। সুকুমার সেনও বলেছেন তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। যেমন—

> "গঙ্গাধর সেনের লেখা আদি ও অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি পূর্ববঙ্গের লোক।..."[১৮]

গঙ্গাদাস সেন রামায়ণের মতো পদ্মাপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতির পুথি রচনাতেও নিজ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেনের মতে জানা যায়, তাঁর পিতামহ ছিলেন কুলপতি এবং পিতা ষষ্ঠীবর। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—
> "পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর।।"[১৯]

তিনি আরও জানিয়েছেন গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। এর সমর্থন মেলে রজনীমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদিত জানকীনাথের মনসামঙ্গলে—

"শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম..."[২০]

গঙ্গাদাস সেনের নামে শিলচরের নর্মাল স্কুলে পাঁচটি পুথি পাওয়া যায়। পুথিগুলির ভাষা বাংলা। লিপিকর শ্রীহরকিশোর দাস, শ্রীলালচান্দ দাস। একটি পুথির সময় কাল উল্লেখ আছে—১২৭৭ বঙ্গাব্দ (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ)। ৬৬ সংখ্যক পুথির পুষ্পিকায় লিপিকর শ্রীহরকিশোর দাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ইতি সন ১২৭৭ সন তারিখ ২৮ কাত্তিক শ্রীহরকিসোর দাস সাকিন খারুয়া মুকোন্দ তপেরন ভাওয়াল জিলে ময়মনসিংহ থানে গফরগায়।..."[২১]

অর্থাৎ এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে কবির মতো লিপকরও ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক।

কুমুদানন্দ দত্ত: কুমুদানন্দ দত্ত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে সুকুমার সেন জানিয়েছেন—

"...রাম-অশ্বমেধ পালার কবি কুমুদানন্দ দত্ত সম্ভবত ভারত-পাঁচালী রচয়িতা কুমুদ দত্ত।..."[২২]

এক্ষেত্রে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন:

> "Kumud Datta and Kumudananda Datta are perhaps the names of one and the same individual. He wrote both Ramayana and Mahabharata in 18th century. He was a resident of Srihattta region."[২৩]

উক্ত মন্তব্য দু'টি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কুমুদানন্দ দত্ত ও কুমুদ দত্ত বোধহয় একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। সুধীর সেন রচিত 'বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান' গ্রন্থে কুমুদানন্দ দত্ত-কে সম্ভবত কাছাড়ের কবি বলে অভিহিত করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর নামে বরাক উপত্যকায় রামায়ণ সম্পর্কিত তিনটি পুথি পাওয়া যায়। তিনটি পুথির মধ্যে দু'টি পুথিতে কবির সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝা ও ভবানীদাসের নামোল্লেখ আছে। পুথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। প্রথম পুথিটির নাম 'শ্রীশ্রী রঘুনাথের অশ্বমেধ'। সময়কাল ১৭৬৮ শকাব্দ (১২৫৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ)। পুথিটির লিপিকর শ্রী প্রজাপতি দেবশর্ম্মণ। পুথিটির পুষ্পিকায় আছে—

> "...সাক্ষরানিতি শ্রী প্রজাপতি দেবশর্ম্মণ সকাব্দা ১৭৬৮ সাল মাহে ১৩ ভাদ্রস্য। বেলা চতুর্দ্দস দণ্ড গতে। কুজস্যবারে সমাপ্ত স্বায়ং গ্রন্থমিতি। সাং প্রগনে বিক্রমপুর মৌজে বিহাড়া। দাতব্যে সাং প্রগনে বরাকপার মৌজে তারাপুর। সন ১২৫৩ বাং মাহে ১৩ ভাদ্র। শ্রীদুর্গা।"[২৪]

দ্বিতীয় পুথিটির নাম 'শ্রীরামের স্বর্গারোহন'। বাংলা ভাষায় লেখা। শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে। যেমন—

> "নম গনেসায় নম।
> মৎক্রিতং নম নরচৌব নরত্তমং।"[২৫]

ভণিতায় আছে—

> "ভাএ২ দরসন না হইব আর।
> দর্ত্ত কুমোদ বোলে না কান্দিয় আর।।"[২৬]

তৃতীয় পুথিটিও বাংলা ভাষায় লেখা। পুথিটির নাম অজ্ঞাত। ভণিতায় আছে—

> "কি করিমু কি বলিব জামু কুন স্থানে।
> দর্ত্ত কুমুদে বোলে শ্রীরামের চরনে।।"[২৭]

এতে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, কবি শ্রীহট্টের লোক ছিলেন।

দ্বিজ গঙ্গারাম: দ্বিজ গঙ্গারামও ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীহট্টের কবি। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "Dvija Gangaram of 18th century was a poet of Srihattta-Cachar region. ..."[২৮]

বরাক উপত্যকায় দ্বিজ গঙ্গারামের নামে একটি পুথি উদ্ধার হয়েছে। পুথিটির নাম 'মহীরাবণের যুদ্ধ'। লিপিকর শ্রীবিনোদরাম দেব। সময়কাল ১২৩৫ বঙ্গাব্দ (১৮২৮)। পুথি থেকে জানা যায় যে, লিপিকর শ্রীবিনোদরাম দেব শ্রীভূমি জেলার শ্রীগৌরি গ্রামের লোক ছিলেন। যেমন:

> "হিন দাস বিনদে বলে এই সাদ করি।
> অন্তকালে রাম নাম জপিআ জেন মরি।।
> অবধান করি আমি সভা চরনে।
> বসতি নিবাস স্থান করিব বাক্ষানে।।
> শ্রীহট্যের পুর্ব্বে রার্জ্য চাপঘাট নাম।
> তাহার মৈদ্ধেতে আছে শ্রীগৌরি নামে গ্রাম।।
> নিবাস উর্ত্তরে হএ সীদ্ধেস্বর নদি।
> তাহার ফলের কিছু নাহিক অবদি।।..."[২৯]

দ্বিজ দুর্গাদাস ও মনোহর সেন: দ্বিজ দুর্গাদাস ও মনোহর সেন সম্পর্কে সামান্য পরিচয় জানা যায় যে, তাঁরা সম্ভবত শ্রীহট্ট-কাছাড়ের লোক ছিলেন। তাঁদের বিষয়ে অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন:

> "Ramayana authors Dvija Durgadasa,...Manohar Sen were, in all probability, inhabitant of Srihattta-Cachar region."[৩০]

দ্বিজ দুর্গাদাসের নামে বরাক উপত্যকায় রামায়ণকেন্দ্রিক একটি পুথি পাওয়া যায়। পুথিটি হাতে তৈরি কাগজে বাংলা ভাষায় লেখা। পুষ্পিকা থেকে জানা যায় পুথিটির সময়কাল ১২৩৬ বঙ্গাব্দ (১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ)। পুথিটি শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে:

"নম গনেশায় নম। অথো বিরবাহুর জৌদ্দ পোস্তক লিখতে।..."[৩১]

পুথিটির ভণিতায় বলা হয়েছে দুর্গাদাসের পিতা ছিলেন দ্বিজ দেবানন্দ। যেমন:

"দ্বিজ দেবানন্দ সোত দুর্গাদাসে কয়।
বানর দোর্গতি ধোম্রলোচনে করয়।।"[৩২]

উল্লিখিত কবি দু'জনের মধ্যে মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পুথি অন্যান্য কবিদের সঙ্গে সিলেটে পাওয়া গেছে বলে সুকুমার সেন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন:

> "সিলেট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে,—গঙ্গারামের 'গোপালচরিত', রামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত',...মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'..."[৩৩]

শিলচরের নর্মাল স্কুলে মনোহর সেনের একটি পুথি আছে। পুথিটির নাম 'রামায়ণ'। পুথিটির শুরুতে আছে:

"কবি শ্রনন্দন সেন শ্রীরাম তনয়।
মধু সেন সুত হিন মনহ...।।"[৩৪]

ভণিতায় আছে:

"মধুসুদন সেন তনয় হিনমতি।
মনোহরে বলে ত্রান কর রঘুপতি।।"[৩৫]

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, মনোহর সেনের পিতা সম্ভবত মধুসুদন সেন ছিলেন। আমাদের মনে হয়, উল্লিখিত কবিদের রামায়ণ সম্পর্কিত পুথি রচনার আগে থেকেই বরাক উপত্যকায় রামায়ণের আখ্যান প্রচলিত ছিল। লোকসমাজের প্রায় সকলেই কমবেশি রামায়ণের কাহিনি জানতেন। প্রশ্ন জগে, কীভাবে এতদঞ্চলের লোকসমাজ রামায়ণের কাহিনির প্রতি অবগত ছিলেন। এই বিষয়ে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারি যে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন দেবালয়ে-আখড়ায় রামায়ণের আখ্যান বহু আগে থেকেই পালাগানের শৈলীতে নিরক্ষর লোকেদের সামনে পরিবেশন করা হত। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই থাকতেন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। তাঁদের কাছে রামায়ণের আখ্যান পরম আদরের বিষয় ছিল। কারণ তাঁরা যেন রামায়ণের মধ্য দিয়ে নিজেদের পারিবারিক জীবনের ছবি খুঁজে পেতেন। যেমন, রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেবর, সীতার মতো সতী নারী, কৌশল্যার মতো শাশুড়ি প্রভৃতি। এর পরিচয় আজও মেলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে। যেমন, বিয়ের গানে শোনা যায়:

"... তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে অযধ্যা নগর মিলে।
আরো মিলে দশরথ শ্বশুর।
তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে রামচন্দ্র পতি মিলে।

আরো মিলে কৌশল্যা শাশুড়ি।
তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে তিনজন শাশুড়ি মিলে।
আরো মিলে ভরত শত্রুঘ্ন।..."[৩৬]

বিয়ের গানের মতো সাবিত্রী ব্রতেও উল্লেখ আছে:

"রামের সনে সীতা দেবী ছিলেন কাননে।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রী পূজা করে সর্বজনে।।
কাননে থাকিয়া সীতায় ভাবেন মনে মনে।
অরণ্যে সাবিত্রী পূজা করেন কেমনে।।"[৩৭]

পাশাপাশি ছোট ছোট মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায় শোনা যায়:

"রাম যেমন পতি পাই
লক্ষ্মণ যেমন দেওর পাই।"[৩৮]

এতদঞ্চলের প্রবাদেও আছে:

"ভূতের মুখে রামনাম।"[৩৯]

এরকম অনুসন্ধান করলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণগুলিতেও কমবেশি রামায়ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত আলচনার মধ্য দিয়ে এটা অন্তত বলা যেতে পারে যে, রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের মতো বরাক উপত্যকার লোকেদের কাছেও সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। এখনো আছে। এর প্রমাণ দেয় শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত করে রাখা পুথিগুলি। তবে এটা ঠিক যে আজও সংরক্ষণের অভাবে এই অঞ্চলের নানা প্রান্তে রামায়ণ বিষয়ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ক বহু পুথি ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। পুথিগুলি সংরক্ষণ করা গেলে অনেক গুরত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১। Bhattacharjee, Amalendu। Study Materials। One Week Basic Level National Workshop on Manuscriptology & Palaeography। Organised Jointly by Dept. of Bengali & Dept. of Manipuri In Collaboration with IQAC, RTU, Hojai, Assam, Dt. 18. 03. 2025-24.03. 2025, p. 1।
২। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. xxxviii।
৩। তদেব, পৃ. Xiv।
৪। তদেব, পৃ. Xviii।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নতুন সংস্করণ ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৭।
৬। তদেব, পৃ. ৩৬।

৭। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 4।

৮। তদেব, পৃ. ৫।

৯। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫১২।

১০। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 99।

১১। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ১০৫।

১২। তদেব, পৃ. ১০৪।

১৩। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫১২-৫১৩।

১৪। তদেব, পৃ. ৫১২।

১৫। Bhattacharjee Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 1।

১৬। তদেব, পৃ. 2।

১৭। তদেব, পৃ. 2।

১৮। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩৬৭।

১৯। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫০৯।

২০। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ২৪৫।

২১। Bhattacharjee Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, পৃ. ১২৭।

২২। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩৬২।

২৩। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. xi।

২৪। তদেব, পৃ. 81।

২৫। তদেব, পৃ. ৯৭।

২৬। তদেব, পৃ. ৯৮।
২৭। তদেব, পৃ. ১৩০।
২৮। তদেব, পৃ. Xi।
২৯। তদেব, পৃ. ৫৪।
৩০। তদেব, পৃ. Xi।
৩১। তদেব, পৃ. ৪৩।
৩২। তদেব, পৃ. ৪৩।
৩৩। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩১১-৩১২।
৩৪। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. ১১৩।
৩৫। তদেব, পৃ. ১১৩।
৩৬। পাল, মানচিত্র। করিমগঞ্জ জেলার বাঙালি হিন্দুর বিয়ের গীত। স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট, ঊনকোটি, ত্রিপুরা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৩৭।
৩৭। পাল, মানচিত্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা। করিমগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২২৯।
৩৮। সাক্ষাৎকার, ভট্টাচার্য, অমলেন্দু। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, তারিখ ২২/০৬/২০২৫, সময় রাত ৯টা।
৩৯। পাল, মানচিত্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা। করিমগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২২৯।